দৈনিক সংবাদ

54

তারিখ 03 OCT 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৯৪

ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট কাদের স্বার্থ দেখছে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরের কাজকর্মের ধারা সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে। পত্রিকান্তরের প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে এক খবরে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির দরুন বছরে কোটি কোটি টাকা নষ্টের অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত খবর প্রসঙ্গে এটুকু বলাই যথেষ্ট যা রটে তার কিছুটা বটে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানোর স্বার্থে ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারবার তাগিদ দিয়েও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধা পাচ্ছে না। স্কুলে ছাত্রদের বসার মত পর্যন্ত বেঞ্চ নেই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর উদাসীন।

একটি সরকারী স্কুলে দীর্ঘদিন যাবৎ বৈদ্যুতিক পাখা নেই। লেখালেখি করেও কোন কাজ হয়নি। এমনকি এ ধরনের পরিস্থিতি কেন দেখা দিল তারও সদুত্তর মিলছে না।

আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব ছিল পিডব্লিউডির উপর ন্যস্ত। সুতরাং তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কাজেকর্মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামতের মূল্য দিতেন। কিন্তু ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টর প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠান-প্রধানের কথায় আমল দেন না। তারা নিজেরা যেভাবে করা উচিত মনে করেন সে ভাবেই কাজ করে চলেছেন।

সবচেয়ে বড় অভিযোগ টেণ্ডার গ্রহণ সম্পর্কে। এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি সুতরাং স্বাভাবিকেই এসে পড়ে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার অধীন এই পরিদপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে সজাগ থাকলে কাজে এ ধরনের অবহেলা দেখানো সম্ভব হত না।

দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ প্রমাণসাপেক্ষ। এ ব্যাপারে তাই বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে একটি কথা বলা চলে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাসময়ে সরবরাহ ঠিক মত করা হচ্ছে না। পত্রিকান্তরের প্রতিবেদনে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

একেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বহু সমস্যা রয়েছে। তারপর সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ যদি উন্নত করার পরিবর্তে ফ্যাসিলিটিজ পরিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিজেদের ফ্যাসিলিটিজ বড় করে দেখেন, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত খবরে উত্থাপিত অভিযোগগুলো সরজমিনে তদন্ত করে যদি দেখেন, তাহলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে সরকার নানা ধরনের কথা বলেন, তাদের কাজের মান বাড়াতে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা সবল করার জন্য সময়ে অসময়ে মূল কারণ দূর না করে, তাদের পরিচালনা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

সেখানে সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অঙ্গ হিসেবে ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট কী ধরনের কাজকর্ম করছে তার মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

শিক্ষা সম্পর্কে শিশুপাঠ্য উক্তিটি আমরা জানি। দেশ ও দশের চিন্তায় বারংবার সে কথার উপর জোর দেওয়া হয় কিন্তু সেখানে সরকারের নজর কম। শুধু নতুন একটি বিভাগ বা পরিদপ্তর খোলার পর তার কাজের মূল্যায়ন করা হয়নি বলেই উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগগুলো সবক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে।

কিন্তু নবাবপুর সরকারী হাইস্কুলে পাখা নেই। গাজীপুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০ জন ছাত্রের জন্য মাত্র ২০টি বেঞ্চ রয়েছে। এ সব অসুবিধার প্রতি ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টর যদি নজর দেবার সময় না পান, তবে তারা কী ধরনের ফ্যাসিলিটিজ কাদের দিয়ে থাকেন ~~সেটা জানা গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।~~ শুধু কলাম

সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন যে, তারা গুরুত্ব দিয়ে এদিকে নজর দিবেন।